যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৯

১/ বিবিধ

আরবী

خيار أمتي أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا

باطل

رواه العقيلي في " الضعفاء " (ص 217 ـ الظاهرية) وتمام في " الفوائد " (249 / 2) وابن شاذان في " فوائد ابن قانع وغيره " (163 / 2) والسلفى في " الطيوريات " (140 / 2) من طريق عبد الله بن قنبر حدثني أبي قنبر عن علي مرفوعا وقال العقيلي عقبه:

عبد الله لا يتابع على حديثه من جهة تثبت

قلت: وعبد الله هذا قال الأزدي: تركوه، وساق له الذهبي في ترجمته هذا الحديث وقال: خبر باطل وأقره العسقلاني

والحديث رواه الطبراني في " الأوسط " بسند فيه يغنم بن سالم بن قنبر وهو كذاب كما قال الهيثمي (8 / 68) والسخاوي (ص 187) وعزاه للبيهقى أيضا في " الشعب " واقتصر الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (3 / 146) على تضعيف سند الحديث، وهو قصور، إلا أن يلاحظ أن الحديث الموضوع من أنواع الضعيف فلا إشكال

وخلاصة القول: إن هذه الأحاديث في الحدة كلها موضوعة إلا حديث دويد عن أبي منصور الفارسي الذي تقدم لفظه برقم (26) فضعيف لإرساله. والله أعلم

ومن آثار هذه الأحاديث السيئة أنها توحي للمرء بأن يظل على حدته وأن لا يعالجها لأنها من خلق المؤمن! وقد وقع هذا، فإنى ناظرت شيخا متخرجا من الأزهر في مسألة

لا أذكرها الآن فاحتد في أثنائها، فأنكرت عليه حدته، فاحتج علي بهذا الحديث! فأخبرته بأنه ضعيف، فازداد حدة وافتخر علي بشهاداته الأزهرية، وطالبني بالشهادة التي تؤهلني لأن أنكر عليه! فقلت: قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا ... " الحديث! رواه مسلم وهو مخرج في " تخريج مشكلة الفقر " (66) و" صحيح أبي داود " (1034) وغيرهما

বাংলা

২৯। আমার উম্মতের সর্বোত্তম ব্যাক্তিরা হচ্ছেন তাঁদের ধর্মীয় চেতনার অধিকারীগণ। যখন তাঁরা রাগান্বিত হয় তখন তাঁরা (তা হতে) প্রত্যাবর্তন করে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি উকায়লী “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (পৃঃ ২১৭), তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৪৯), ইবনু শাযান “ফাওয়াইদু ইবনু কানে ওয়া গায়রিহি” গ্রন্থে (২/১৬৩) এবং সিলাফী “আত-তায়ূরিয়াত” গ্রন্থে (২/১৪০) আব্দুল্লাহ ইবনু কুমবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেনঃ হাদীসটি সাব্যস্ত করতে আব্দুল্লার অনুসরণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আযদী বলেনঃ تركوه (মুহাদ্দিসগণ) তাকে গ্রহণ করেননি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি একটি বাতিল হাদীস। আসকালানীও তা স্বীকার করেছেন।

তাবারানী হাদীসটি “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে ইয়াগনাম ইবনু সালেম ইবনে কুমবার রয়েছেন। তিনি মিথ্যুক, যেমনটি হায়সামী (৮/৬৮) ও সাখাবী (পৃঃ ১৮৭) বলেছেন।

মোটকথা ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস জাল। একমাত্র দুরায়েদের হাদীসটি বাদে। যেটি আবু মানসূর আল ফারেসী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (২৬)। সেটি শুধুমাত্র দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5290

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন